চতুর্থ দার্‌স

الدرس الرابع

শিকার করা

الصيد:

প্রয়োজনে শিকার করা জায়েয। তবে খেলাধূলার জন্য শিকার করা একটি অপছন্দনীয় কাজ। শিকার কৃত পশু-পাখির দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ-

১। হয় তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় তাকে জবাই করা অত্যাবশ্যক।

২। কিংবা তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে অথবা জীবিত অবস্থায়, কিন্তু সে জীবন খুবই সাময়িক, এমতাবস্থায় সে পশু হালাল।

জবাইকারীর উপর আরোপিত শর্ত শিকারীর উপরেও অর্পিত হবে। যেমন-

১। জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম অথবা কিতাবী হওয়া। সুতরাং কোন পাগল, অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা অগ্নিপূজক কিংবা মূর্তিপূজক দ্বারা শিকার কৃত পশু মুসলিমদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

২। অস্ত্র এমন ধারালো হতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর তা যেন নখ ও হাড়জাতীয় কোন কিছু না হয়। আর শিকার যেন অস্ত্রের ধারে আহত হয়, তার ভারে নয়। তবে শিকারী কুকুর ও পাখি, যাদের দিয়ে শিকার করা হয়, তারা যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের দ্বারা শিকার কৃত পশু হালাল।

আর এদের শিক্ষা হলো, যখন শিকারের জন্য যেতে বলবে, তখনই যাবে। না বললে যাবে না। আর শিকার যখন ধরবে, তখন তার এই ধরা মালিকের জন্য হবে, নিজের জন্য নয়।

৩। অস্ত্র যেন শিকারের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়। সুতরাং কোন অস্ত্র যদি হাত থেকে পড়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা তাতে শিকারের উদ্দেশ্য থাকছে না। অনুরূপ শিকারী কুকুর যদি নিজেই গিয়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে সেটাও হালাল হবে না। কারণ, তাকে তার মালিক শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাই নি। যদি কেউ শিকারকে নিশানা করে কোন কিছু চালায়, আর তা গিয়ে যদি অন্য কাউকে লাগে অথবা একদল শিকার যদি তাতে মারা যায়, তাহলে সমস্ত শিকারই হালাল হবে।

৪। তীর ও শিকারী কুকুর ইত্যাদি পরিচালনা করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ' এর সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।

সাবধানতা! রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যে তিনটি ব্যাপারে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তা পোষা হারাম। আর যে তিনটে কারণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা হলো, শিকারের উদ্দেশ্যে অথবা গবাদিপশু কিংবা চাষ ক্ষেতের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।